সংবাদ

তারিখ 13 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

নবম-দশম শ্রেণীর বইয়ের পরিমার্জিত সংস্করণ হস্তান্তর

'এমসিকিউ প্রশ্ন পুরোপুরি উঠিয়ে দেয়া উচিত'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পুরোপুরি উঠিয়ে দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন বলেছেন, 'এমসিকিউটা বোধহয় পরিপূর্ণভাবে উঠিয়ে দেয়া উচিত, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমরা নিশ্চয়ই আগামীতে আপনাদের (শিক্ষাবিদ) সঙ্গে বসব।' শীঘ্রই শিক্ষা আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় তোলা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

গতকাল সচিবালয়ে নবম-দশম শ্রেণীর বিজ্ঞানের ১১টি বইয়ের ছয়টির পরিমার্জিত সংস্করণ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সচিব এ কথা বলেন। পাঠ্যবই পরিমার্জন করে সেগুলো শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাতে তুলে দেন ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালসহ শিক্ষাবিদরা।

তবে অভিযোগ উঠেছে, পাঠ্যবই থেকে বাদপড়া অগ্রসর চিন্তার লেখকদের বিষয়বস্তুগুলো পুনর্বহাল করা হয়নি। এবার থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় এমসিকিউ অংশ থেকে ১০ নম্বর কমিয়ে তা সৃজনশীল অংশে যোগ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব আরও বলেন, 'বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষককে যে কোন উপায়ে কনভিন্স করে ওই কক্ষের সমস্ত ছাত্রছাত্রী যেন ৩০ নম্বর পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। একজনকে বলে দিচ্ছেন, তিনি আবার পাস করে দিচ্ছেন। এটা অর্থের বিনিময়ে হচ্ছে বলে আমাদের কাছে খবর আসছে। আরেকটা ধ্বংস হচ্ছে যে, ভুল উত্তর দিচ্ছেন।'

রাজধানীর রাজউক কলেজে লিখিত ও এমসিকিউয়ের নম্বরে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে জানিয়ে সোহরাব হোসাইন বলেন, 'সেখানকার ১০ জন ছাত্র ফেল করেছে, কারণ তারা এমসিকিউতে ৭-৮ পেয়েছে। তারা অভিযোগ করে বলেছে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তাদের খাতা নিয়ে গেছে। নিশ্চয় কোন কারণ ছিল, নইলে খাতা নিয়ে গেল কেন নবম : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

নবম : দশম

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এরপরেও ঢাকা বোর্ডকে বিষয়টি তদন্ত করতে বলেছি যে, তারা কী ৩০ নম্বরের উত্তর দিয়ে ৮ পেয়েছে, নাকি ১০ নম্বরের উত্তর দিয়ে ৮ পেয়েছে। ধারণা করতে পারব খাতা নেয়াটাই কারণ কি-না? নাকি আসলেই কম পেয়েছে। তারা কম পাওয়ার মতো ছাত্র না।'

পরিমার্জিত বই হস্তান্তর

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল নবম-দশম শ্রেণীর গণিত, উচ্চতর গণিত, বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীব বিজ্ঞানের পরিমার্জিত বই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে শিক্ষাবিদরা বাংলা সাহিত্য, ইংলিশ ফর টুডে, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতা এবং অর্থনীতির পরিমার্জিত বই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, হিসাববিজ্ঞানের পরিমার্জিত বই শীঘ্রই পাওয়া যাবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে পরিমার্জিত বই তুলে দেয়া হবে।

পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে নানা সমালোচনার পর শিক্ষাবিদদের সুপারিশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে পাঠ্যপুস্তক আরও সুখপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজ করতে গত ৮ জানুয়ারি দুটি কমিটি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জন হওয়া ১১টি বই হাতে পেয়েছি। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিকের অন্যান্য শ্রেণীর বইগুলোও পরিমার্জন করা হবে।'

আগের পরিমার্জিত বইয়ে হেফাজতের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে ড. জাফর ইকবাল বলেন, 'ওই বইগুলো যদি আমার হাতে থাকতো, তাহলে আমি বলতে পরতাম। ওই বই পরিমার্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাই আমি বলতে পারছি না। উনি হয়তো ভালো বলতে পারবেন। তবে আমি যতটুকু জানি, সমস্যা যেন না থাকে, সেভাবে সুপারিশ করেই বইটি পাঠিয়েছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রণালয় এনসিটিবি কতটুকু রাখবে, সেটা তাদের বিষয়। আমি এখনও জানি না।'

অনুষ্ঠানে ড. জাফর ইকবাল বলেন, 'আমি সাহস করে ছয়টি বই পরিমার্জনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এখন এগুলো যারা ছাপাবে, তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া যাবে। পেইজ মেকিং কিংবা আর কিছু করতে হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'একটা ছেলে বা একটা মেয়ে বইটা হাতে নিলে তার মনটা ভালো হয়ে যায় যে, আহ কী সুন্দর বই! এটা আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল। আমার স্বপ্নটা নিজে নিজে করতে পারতাম না, যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বাধীনতাটা না দিত। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে এটা নির্ভুল হয়। হাতে তুলে দিলে তাদের (শিক্ষার্থী) মনটা ভালো হয়ে যায়, তাহলে আমাদের পরিশ্রমটা স্বার্থক হয়েছে। আমরা পরিশ্রমের কোন ঘাটতি করিনি। গত ১০ মাস আমি কোন দিন রাত ২টার আগে ঘুমাইনি।'

প্রশ্নপত্র ফাঁস

প্রশ্ন ফাঁস প্রসঙ্গে সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, 'আমাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে সমালোচনা হয়, আমরা জবাব দিতে পারি না। যেমন ধরুন- আমাদের প্রশ্নপত্র নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়, কেউ কেউ এমনও লিখেছেন মন্ত্রী, সচিব, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন আউট করে দিচ্ছেন।'

শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানেরও প্রশ্নপত্র দেখার সুযোগ থাকে না জানিয়ে শিক্ষা সচিব বলেন, 'শিক্ষকরাই প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকেন। এ জন্য পরীক্ষার হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরীক্ষা নেয়া যায় কিনা- সে বিষয়ে ভাবা হচ্ছে। এতেও শিক্ষাবিদদের সহযোগিতা নিতে হবে।'

মন্ত্রিসভায় উঠছে শিক্ষা আইন

শিক্ষা আইনের খসড়া শীঘ্রই মন্ত্রিসভায় তোলা হচ্ছে জানিয়ে সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, 'প্রায় ছয় বছর ধরে শিক্ষা আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। যে আইনের অভাবে আমরা অনেক কিছু করতে পারি না, সেটি বোধহয় এ সপ্তাহে মন্ত্রিসভায় তোলার জন্য মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। খুব কঠিন কঠিন কিছু বিষয় আছে সেখানে আপনাদের সাহায্য লাগবে, আপনাদের লেখালেখিতেও সাহায্য লাগবে।' শিক্ষা আইনের খসড়ায় বেশ কঠিন কিছু বিষয় আছে, যেটা অনেক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সেজন্য আমরা সকল মহলের মতামত, সকলের সমর্থন, সবকিছু নেয়ার চেষ্টা করেছি। সেগুলো মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সদস্য অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখবেন, কারণ বিষয়টি সবাইকে স্পর্শ করবে।' শিক্ষার্থীদের মেধাবী আখ্যায়িত করে সচিব বলেন, 'অনেক সময় প্রশ্ন আসে তারা তো ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করে। ভর্তি পরীক্ষা পাস-ফেলের বিষয় নয়। নির্ধারিত সিটের বিপরীতে যারা ভালো করবেন তারা ভর্তি হবেন। নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হলে শিক্ষার্থীরা তার উত্তর দিতে পারে না।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর